

182 Ca 898.3

# LIFE OF RASHA SAGUR

AND SOME OF

HIS EX-TEMPORE POEMS

COLLECTED BY

YAMADHUBA ROY

কবি রসমাগরের

## জীবন চরিত

এবং

তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পানপূরণ।

শ্রীশ্যামাধব রায় কর্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৮নং ডিক্সন লেনস্থ নিউক্লবুক শেপে,

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

## ভূমিকা ।

—•••—

আমি অতীত বহু সহকারে মহাকবি রসমাগরের জীবন-চরিত এবং তাঁহার কতকগুলি উপস্থিত পাদপূরণ সংগ্রহ করিয়া প্রথমে “এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশ করিতে মানস করিয়াছিলাম, এবং জীবন-চরিত ও গুটিকতক পাদপূরণও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে বঙ্গ-বর্গের অনুরোধে তৎসমুদয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। এক্ষণে পাঠকগণ অবকাশমতে পাঠ করিয়া আনন্দানুভব করিলে শ্রম সফল বোধ করিব। রসমাগরবাব নাম, ধাম, জীবন-চরিতাদি চিরস্মরণীয় পুস্তক। ভিন্ন এ পুস্তক মুদ্রাক্ষনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। প্রত্যেক কবিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছি, যে কএকটি সংগ্রহ হইল তাহা নিয়মিত স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

পরিশোধে রুতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে কৃষ্ণনগর-নিবাসী ব্রাহ্মসম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় সংগ্রহ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য না করিলে ইহা কখনই প্রচার করিতে সাহসী হইতাম না। সন, ১২৭৮ সাল।

শ্রীশ্যামাধব রায় ।

## অবতরণিকা ।

কৃষ্ণকান্ত রসসাগর একজন কবি । তিনি সর্বতো-  
ভাবে কবি নামের উপযুক্ত না হইলেও আমরা  
তাঁহাকে কবি বলিয়া অভিবাদন করি । এমন কি  
তাঁহার কবিতামালা কোন কোন অংশে অতুলনীয়  
বলিয়াই মনে করিয়া থাকি । কেন না তাঁহার মত  
পাদপূরণকর্ত্তা বা উপস্থিতবক্তা কবি বঙ্গদেশে অপর  
কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের  
বোধ হয় না । তাঁহার পাদপূরণে প্রত্যুৎপন্নমতি-  
ত্বের অসাধারণ শক্তি প্রকাশ পাইতেছে । তাঁহার  
উপস্থিত কবিতাপ্রণয়নে বিষয়গ্রাহিতার সহিত  
বুদ্ধিমত্তার ওগাঢ় সমাবেশ দৃষ্ট হইতেছে । উপ-  
স্থিতবক্তা কবি যে বঙ্গদেশে একেবারে নাই তাহা  
আমরা বলি না । কারণ পল্লিগ্রামের কবিওয়াল-  
দিগের মধ্যেও দুই একজন উপস্থিত কবি পরিদৃষ্ট  
হয় । তাহা হইলেও একথা আমরা স্পষ্টাক্ষরে  
বলিব' যে রসসাগর সে শ্রেণীস্থ কবি ছিলেন না ।  
যেহেতু রসসাগর যেমন প্রত্যুৎপন্নমতি, যেমন

বিষয়গ্রাহী, যেমন তীক্ষ্ণধী, সেইরূপ তিনি একজন তত্ত্বদর্শী। বিশেষতঃ তত্ত্বদর্শিতার সহিত রসিকতার সমাবেশ করিতে তাহার তুল্য দ্বিতীয় কবি বঙ্গে যথার্থই দুর্লভ। সেই জন্য তাঁহার কবিতা-মালা একদিকে যেমন হাস্যরসের অবতারণা করে, অপরদিকে মানুষের মনকে সেইরূপ ভাবগম্ভীর করিয়া তুলে। যাহা হউক আমরা যখন কবিকেই পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, তখন কবির পরিচয় সম্পর্কে আর অধিক কিছু বলা সম্ভব নহে। পাঠকগণ এখন আপনারাই কবি ও তাঁহার কাব্যকে বুঝিয়া লউন।

প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে আমি এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত করি। এই ছাব্বিশ বৎসরের ভিতর নিশ্চয়ই বঙ্গসাহিত্যের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালার গতি কতকটা উন্নতির অভিমুখে ফিরিয়াছে। সুতরাং ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে রসসাগর যে ভাবে গ্রহীত হইয়াছিল, ছাব্বিশ বৎসর পরে তিনি আর সে ভাবে গ্রহীত হইবেন না। যদি একথা

সত্য হয় যে মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালি প্রজ্ঞাবান  
 হইয়াছে, প্রাচীনতার প্রতি বাঙ্গালির সমাদর  
 বাড়িয়াছে, এবং যদি এ কথা সত্য হয় যে বাঙ্গা-  
 লার কবি ও কাব্যসমূহের সম্মানরক্ষণে বঙ্গের বর  
 পুত্রেরা সাতিশয় সযত্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা  
 হইলে আমাদের কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি মহাশয় যে  
 আজ অধিকতর আস্থা ও আগ্রহের সহিত বঙ্গ-  
 সমাজে পরিগৃহীত হইবেন তদ্বিষয়ে আমার বিন্দু-  
 মাত্রও সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে এই আশায়  
 উত্তেজিত হইয়াই আমি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ  
 প্রচারিত করিলাম।

কলিকাতা

৮৫নং অপর সরকুলার

ফ্রেড সন ১৩৫৫।

শ্রীশ্যামাধব শর্ম্মণঃ।

# কবি রসমাগরের জীবন চরিত ।



আত্মমানিক প্রায় ত্রিশ বৎসব গত হইল কৃষ্ণ-  
নগবে নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মৃত গিরীশচন্দ্র রায়  
বাহাদুরের সময়ে কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য নামক এক জন বারেন্দ্র  
শ্রেণীয় কুলীন-ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি জেলা  
নবদ্বীপের অন্তঃপাতী বাগমানের সান্নিধ্য ঠাড়ীবাড়া  
গ্রামে বাসলা ১৮৮৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।  
ভট্টাচার্য মহাশয় রক্তনগবে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেট  
সত্ত্বেই তথায় বাস। তিনি অতিশয় সূচক, সুরসিক,  
ও উপস্থিতবক্তা ছিলেন, এবং হজ্জনাই মহারাজের নিকট  
হইতে জগদ্বিখ্যাত “রসমাগর” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। কবিতা

রচনা বিষয়ে ইহার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। যে ব্যক্তি যে সময়ে যে কোন প্রস্তাব কবিতেন ইনি তৎক্ষণাৎ কবিতা দ্বারা তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। দ্রুত রচনা কবিতেন বলিয়া তাঁহার রচনার ছন্দঃ-পতন ভিন্ন অন্য কোন দোষ লক্ষিত হয় না, বরং উত্তম শব্দ বিন্যাস, সুললিত ছন্দ, ও মধুর স্বাভাবিক শব্দযোগ দৃষ্ট হয়। রসসাগর মহাশয়কে কেহ প্রশংসা করিলে তিনি এত শীঘ্র তাহাব উত্তর দিতেন যে প্রশংসাবীর প্রশংসা সমাপ্ত না হইতেই তিনি উত্তর আরম্ভ কবিতেন।

তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাশ্চাত্য ও উর্দুতে ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং হিন্দি ও সংস্কৃততে গদ্য বচন করিতে পারিতেন। তাহাব এই বচনা শক্তিকে অসাধারণ শক্তি বলিতে হইবে, তাহাব সন্দেহ নাই। যদিও ইহার রচনায় ছন্দ মিলেব কিছু কিছু দোষ দেখা যায় বটে, তথাচ আশু বর্ণনা ব্যাপাবে অশেষ প্রকার প্রশংসা কবিত হইবেক ; কাবণ এই শক্তি ঈশ্বরদত্ত, ঈশ্বরের বিধি অনুগ্রহ না থাকিলে ইহা কখনই লব্ধ হইতে পারে না। প্রভুত্ত্ব প্রদান সময়ে প্রশংসাবীর বে পরিমাণে আনন্দানুভব ক'রয়াছিলেন এক্ষণে তাহার কবিতা পাঠ করিয়া তর্লপ স্খানুভব হইতে পারে না বটে, কিন্তু কাব্যানুবাগী সুবসিক পাঠকগণ অতিনিবেশপূর্বক পাঠ করিয়া যে অনিশ্চয়

তুষ্টি হইবেন, এবং উচ্চ নিনাদে কবির যশোকীর্তন করিবেন, তাহার আব সন্দেহ নাই। পাঠকবর্গ অবশ্যই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তি প্রগ্ন করিবামাত্রই কাগজ কলম অবলম্বন না করিয়া বিনা চিন্তায় তখনই তাহা পূরণ করিতেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। এই মহৎ ব্যক্তি যদি কোন সজ্জাতিব মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার নাম ধাম বংশাবলী এবং জীবনচরিত চিত্রশ্রবণীয় থাকিত। ইনি ইংলণ্ড নিবাসী বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা “থিয়োডোর হকেব” সহিত সঙ্গাংশে সন্মত হইয়াও উভাঙ্গা বশত। যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তৎকালে আমাদের দেশে বিদ্যার তদ্রূপ গৌরব কিম্বা কোন মহৎ লোকের জীবন চরিতাদি লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল না বলাই এক্ষণে বল যত্নেও তাহার বংশাবলী ববরণ এবং তিনি কোন স্থানে শিক্ষিত হন ইহাব কিছু মাত্র ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইনি বাঙ্গালী ১২৫১ সালে ৫৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বিগত জীবন হইলেন। তিনি সৌন্দর্য কবিতা বচনা করিতেন, তাহা প্রণালীমত লিখিয়া রাখিতেন না অল্প কখনগব-নিবাসী লোকদিগের দ্বারা অত্যন্ত ছিন্ন তাহাই নানা স্থান হইতে সংগ্রহ কর হইল।

একদা শ্রীবন নামক কোন অট্টালিকার উপরে মহারাজা



কবি বসমাগরের জীবন-চরিত ।

বাহাদুর চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার নিমিত্ত রসমাগর মহাশয়কে সঙ্গে  
লইয়া উঠিয়াছিলেন। সে দিবস চন্দ্রের সর্বগ্রাস হয় নাই  
তাহা দেখিয়া মহারাজা রসমাগরকে “খেতে খেতে খেল না”  
এই প্রশ্ন করায় বসমাগর তৎক্ষণাৎ নিয় লিখিত উত্তর  
দিয়াছিলেন :—

১ম পূর্বণ ।

খেদে কহে বিরহিনী,                      মণিহারা যেন ফণা

অভাগীব পক্ষে হিত, কেহত কবেলে না।

অবলাব ভাগ্যফলে,                      পশুপতিব কোপানলে,

মদনেবে এককালে, দহিয়ে দহিলে না ॥

সেতু বন্ধে নানা গিবি,                      উপাড়িয়া বাধে বারি,

হতুমান বলবান, মলয়া ভাসিলে না।

হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে,                      পূর্ণশশী মুখে পেড়ে

গ্রহণেতে ঐটিসিয়ে, খেতে খেতে খেল না ॥

কোন সময় বসমাগর মহাশয় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের  
সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক হবকবা  
ঘাটে আসিয়া মুকুন্দ নামক ঘাটের মাজিকে তাহার নাম  
ধরিয়া ডাকাষ উক্ত ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে এক জন হঠাৎ বস-

সাগবের দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া বলিয়াছিলেন “মুকুন্দ মুবাবে ।”  
বসমাগব তাঁহাব প্রশ্ন শ্রবণানন্তর তদন্তে নিম্নলিখিত উত্তর  
কবিয়াছিলেন :—

### ২য় পূরণ ।

পাপেব পুলিন্দ বয়ে ভয় হন পারে ।

নিয়মিত ঘন্টা মধ্যে যেতে হবে পারে ॥

নাযেতে নাহিক মাজি ডাক বসনাবে ।

গোপাল গোবিন্দ রক্ষ মুকুন্দ মুবাবে ॥

একান সময় বসমাগব মহাশয় বাবাগসী তীর্থ দর্শনে  
গমন করেন । এতাবজ্জ গির্বাশচন্দ্র রায়বাহাদুরেব গুড়া  
দিগ্বিজয় চল্লসায় মহাশয় তৎকালে কাশীবাস করিতেন ।  
বসমাগব মহাশয়েব সতিত তাঁহাব সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি  
ছি । ছি । ‘অমৃতপান কবিছেলাম কেনে ?’ এই প্রশ্ন কবেন ।  
বসমাগব মহাশয় অবিলম্বে নিম্নলিখিত উত্তর দেন :—

### ৩য় পূরণ ।

জল কিম্বা স্থলে মৃত্যু জানে কি অজ্ঞানে ।

মহামন্ত্র মহেশ আপনি দেন কানে ॥

মোলে জীব হয় শিব বৎস্রণে তৎস্রণে ।

দেবগণেব অর্চনা আদ্য-অভিমাণে ॥

ক্ষিতি মুক্তি বাবাণসী মহিমা কে জানে ।  
 অমর মৰিতে চাহে আসি কাশীস্থানে ॥  
 মলে হতাম দেবেব দেব আনন্দ-কাননে ।  
 ছি। ছি। অমৃত পান করেছিলাম কেনে ?

মহাবাজা সতীশচন্দ্র রায়বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার  
 পিতামহ গিবীশচন্দ্র রায়বাহাদুর পৌত্রের জন্মসংবাদে পবমানন্দিত  
 হইয়া বসসাগরকে “মহি দূর কব্ হাম্ নৃত্য কবি” এই  
 প্রশ্ন করায় তিনি নিম্নলিখিত উত্তর দেন :—

৪র্থ পূর্বণ ।

রাজধানী নৃপনন্দন নন্দন চন্দ্রবংশ অবতাব হরি ।  
 চৌদ্দ ভুবন জন নাচত গাওত চৌখটযোগিনী তানধরি ॥  
 অঙ্গুর কিল্লব দশদিগদীপ্তর তরতব শ্রীল গিবীশ পুরি ।  
 এতনক বোলে অহিরাজ কহে মহি দূর কব্ হাম্ নৃত্যকবি ।  
 একদা মহারাজ নিজ নগর ভ্রমণ কবিতে করিতে  
 মল্লিকপাড়াব বারইয়ালা-তলায় উপস্থিত হন, তথায় বারইয়ারী  
 প্রতিমাব সিংহ গাভীতে ভক্ষণ কবিতে দেখিয়া বাটী আসিয়া  
 বসসাগরকে “গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শবীর  
 এই প্রশ্ন করেন, তাহাতে বসসাগর নিম্ন-লিখিত উত্তর  
 দেন :—

কৃষ্ণেব নগব ধাম নগব বাহিব ।  
 বারোইয়াবী মা ফেটে হলেন চৌচিব ॥  
 ক্রমে ক্রমে থড দডি হইল বাহিব ।  
 গাভীতে ভক্ষণ কবে সাংহেব শরীব ॥

প্রশ্ন ।

“তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দববাবে ।”

৬ষ্ঠ পূর্বণ ।

কবি, হবি, হবিণী, মবাল, সুদাকব ।  
 পিক আদি ভোব নামে, ফবিদি বিস্তব ॥  
 এই কথা দ্ৰুতী গে জানায শ্রীবাধাবে ।  
 তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দববাবে ॥

একজন ডেপুটি কালেক্টর উক্ত রসমাগবকে এই প্রস্তাব  
 দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিম্ন লিখিত উত্তর দেন যথা :—

“ওরে আমার তুমি ।”

৭ পূর্বণ ।

কোম্পানিব কৃপাবলে পদ পাইয়াছ ।  
 অন্যায় আইন জারি কবে বলিয়াছ ॥  
 বাজেয়াপ্ত কোবে নিলে অক্ষান্তর ভূমি ।  
 ডিপুটি কালেক্টর ওবে আমান তুমি ॥

## প্রশ্ন ।

“যাও যাও যাও হে ।”

৮ম পূরণ ,

পরশিয়ে রাঙ্গাপায়, কি বলে ছিলে উমাষ,  
 স্নেহে লোমাক্ত কায়, ভূমিতে লোটিয় হে  
 মেনকাব হতভাগো ভুলে গেলে সে প্রতিজ্ঞে,  
 পাষণেব নাহি সজ্জ, তাত কি জানাও হে  
 মনস্তাপ ঋণি চণ্ডি, মাওপে বসিয়ে চণ্ডী,  
 চণ্ডীকে শুনাও চণ্ডা, বত নাচ গাও হে ।  
 সস্বংসর গেল বয়ে, উমা আছে পথ চেয়ে,  
 আন মাহেশ্বরী মেয়ে, যাও যাও যাও হে ॥

## প্রশ্ন ।

“হরিবোল হবি ।”

৯ম পূরণ ।

নখীন কিশোর কালে, তাড়কা বধিলে হেলে,  
 মুণিগণ যজ্ঞক্বে, বাক্সী সংহারি ।  
 পরশি চবণ বেণু, পাষণী মানবী তম্বু,  
 নীবিকেরে দিলা পুতু, স্বর্ণময়ী তবি ॥  
 জনক রাজার পণ, ভগ্ন শম্ভু-শবাসন,  
 রাম সীতা স্মিলন, মিথিলা নগরী ।

তোজ্ঞে বাজ্য আধিপত্য, সঙ্ক্লিষ্ট আনুগত্য,  
 পালিতে পিতাব সত্য, হোলে বনচান্দী ॥  
 সেহুবন্ধ জলনিধি, সবংশে রাবণ বধি,  
 বিভীষণ গুণনিধি, দিলা লঙ্কাপুৰী ।  
 জানকী হেন কি পাপি, জলন্ত অনলে ক্ষেপি,  
 কোমলাঙ্গ পুনবপি, নিলা দগ্ধ কনি ॥  
 গভবতী সতী সীতা, নাহি যাব মাতা পিতা,  
 বনে দিলা হেন সীতা, কি ধর্ম বিচারি ।  
 এ বসসাগবে উক্তি, এবেতো পাইলা মুক্তি,  
 যদি বল হবে মুক্তি, হবিবোল হরি ॥

### ১০ম পুৰণ ।

ধন ধান্য জাতি প্রাণ, প্রায় বসাতল জান,  
 দেব দিগ্ধ অপমান, অবিচার পুৰী । ।  
 সার্কভোম নৃপ দিনি, মহা স্নেচ্ছ কোম্পাশনি,  
 কলিকাতা বাজবানী, কলি অবতীৰি ॥  
 দেবেভাগ্য নাহি আর, বাজা প্রজা কাহাকাব  
 কহিতে শক্তি কার, প্রাণে যদি মরি ।  
 এ বসসাগবে স্থল, সাজাইবা ভূমণ্ডল,  
 শেষে দিলা দান্নানিল, হবিবোল হরি ॥

প্রশ্ন ।

“গজ্জৈব উপবে গজ তদুপবি অশ্ব ।”

১১শ পূর্বণ ।

উ হ হ হুহুকার, পদাঘাতে দেহ কাব,  
 হয় বুঝি ছানখার, রসাতল বিগ্ন ।  
 হি হি হি অটুহাসি, অষ্ট দিগে অষ্ট দাসী,  
 বিশেষ রুদয়ে বসি, না কবিল দৃশ্য ॥  
 কিং কিং কিং কিমাভাসে অনায়াসে দৈতা নাশে,  
 শোণিতমাগবে ভাসে, শিবের সম্পদ্য ।  
 হা হা হা হাহাকার, গ্রাস করে চমৎকার,  
 গজ্জৈব উপবে গজ, তদুপবি অশ্ব ॥

প্রশ্ন ।

“কলঙ্ক যুচাতে এসে হইল কলঙ্ক ।”

১২শ পূর্বণ ।

কলঙ্কট ফপট বেগ, অবলাব কর্মভোগ,  
 নন্দালয়ে কৌত্তিযোগ, গৌকুল আতঙ্ক ।  
 কেঁদে কন যশোমতী, জটলা কুটলা মতী,  
 \*আন ভল শীঘ্রগতি, উভবে নিশঙ্ক ॥  
 মায়ে ঝিয়ে একি লাজ, পড়িল কলঙ্ক-বাজ,  
 ক্ষিত্তিতে বৈদ্যবাজ, পাতিলেন অঙ্ক ।

ব্রজে মাত্র সতী বাই, হরেরাম ঘরে ঘাই,  
কলঙ্ক ঘুচাতে এসে, হইল কলঙ্ক ॥

প্রশ্ন ।

“বাহবা বাহবা বাহবা জী ।”

১৩শ পূরণ ।

বাধা কলঙ্কিনী লজপুবে কনি,  
জানি বৈদ্যনাথ তহিল কি ।  
আজ্ঞা শিবে ধবি, পূরিলা শ্রীহরি,  
ভাষুব কি তায় ভাষুব কি ॥  
তব রূপা হবি, এ কুহু ব্যাকবি,  
পূরিয়া সে বাবি আনয়াছি ।  
বদন তুলিয়া, চাও হে কালিয়া,  
বাহবা বাহবা বাহবা জী ॥

প্রশ্ন ।

“গগনমণ্ডলে শিরে ভাকে হোয়া হোয়া ৷”

১৪শ পূরণ ।

শক্তিশেলে ব্রহ্মমান, লঙ্কণের হস্তজান,  
রাম আজ্ঞে হস্তমানি, গন্ধদাদনে যায় ।



ঐশ্বর্য সহিত গিরি, অন্তরীক্ষে শিরে ধবি,  
 নন্দীগ্রামে বিভাবরী, গত নিশি পোহায় ॥  
 জাগ্রত ভরত রায়, শ্রীরাম চবিত গায়,  
 অদয় ভাসিয়া যায় নেত্র জলে ধোয়া ।  
 শক্রর দেখ ভেবে, বিধির আশ্চর্য্য কিবে,  
 গগন মণ্ডলে শিবে, ডাকে হোয়া হোয়া ॥

প্রশ্ন ।

“হায় হায় হায় বে ।”

১৫শ পূরণ ।

দৈত্যবনে দৈবদশা, দুর্জয় মুনি দুর্কীসা,  
 ছয়োধনে পূর্ণ আশা, করিবারে যায় বে ।  
 দ্রোপদীবৃন্দাধি কেশ, ব্যস্ত হয়ে চক্ষিকেশ,  
 বহন্তে বাবিয়া কেশ, আপনি জাগায় রে ॥  
 উঠ উঠ প্রিয়সখী, পাকস্থলী দেখ দেখি,  
 মেলিতে না পাবি আখি, বিষম ক্ষুধায় রে ।  
 পাকস্থলী কবে ধরি, ভাসিল নয়ন বাবি,  
 দুঃখে উপবে হবি, ঘটাইল দায় বে ॥  
 নিজ পদ্য কবাজুনি, তপসিয়া পাকস্থলী,  
 তৃপ্তোন্মি জগৎ বলি, ভুঞ্জে শ্যামুরায় বে ।

অখিল ভুবন তৃপ্ত, উদ্যাবে বিষয় প্রাপ্ত,  
 ঋষিগণ ভয়ে ব্যস্ত, পলাইয়ে যায় রে ।  
 গদাহস্ত ভীমরায়, বাহুডিয়া পুনবায়,  
 পঞ্চভেয়ে গুণ গায়, পরি রাক্ষা পায় রে ।  
 যে ছিল মনেব বক্রী, এ বাঙ্গা চরণে বিক্রী,  
 কত চক্র জান চক্রী, হায় হায় হায় রে ॥

প্রশ্ন ।

“দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ কবে ।”

১৬শ পূরণ

মৃত্যুকালে পাতকী, পড়িয়া থাকি ধায় ।  
 দল্লিকটে শ্মশানে ঘেরিল ধর্মরায় ॥  
 আকার ইঙ্গিতে ভাবে হেন লম্ব চিত্তে ।  
 শি-কাব বি কার কিম্বা ব্র-কাবের দিভে ॥  
 যদি ব্যক্তি, করে উক্তি, কার শক্তি ধরে ।  
 দণ্ড ভয়ে দণ্ডধর দণ্ডবৎ কবে ॥

প্রশ্ন ।

“নিশিতে প্রকাশ পদ্য কুমুদিনী দিনে”

১৭শ পূরণ ।

জয়দ্রত বধেব প্রতিজ্ঞা পলো মনে ।  
 চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে ॥

অকালেতে কাল নিশি উভয়ে নাজানে ।  
 নিশিতে প্রকাশ পন্ন কুমুদিনী দিনে ॥  
 ১৮শ পূরণ ।

সার্থক শিবের সিদ্ধি কহে সিদ্ধগণে ।  
 একি রূপ অপকূপ তারক ভুবনে ॥  
 ছয় ঋতু চন্দ্র সূর্য্য একই উদ্যানে ।  
 নিশিতে প্রকাশ পন্ন কুমুদিনী দিনে ॥

প্রশ্ন ।

“বক্ষ্যা নারীব অন্ধপুত্র চন্দ্র দেখতে পায়  
 ১৯শ পূরণ ।

যামিনী কামিনী বক্ষ্যা সন্দেহ ছায় ।  
 উপজিল তনু-পুত্র অদ্বৈত প্রায় ॥  
 ক্রমে ক্রমে উগবায় ক্রমে ক্ষয় পায় ।  
 বক্ষ্যা নারীর অন্ধ পুত্র চন্দ্র দেখতে পায় ॥

প্রশ্ন ।

“সেইতো যেতে হোলো ।”  
 ২০শ পূরণ ।

চন্দ্রাবলী সহ কেলি যদি বাঙ্কা ছিল ।  
 সঙ্কেত কবিতে তোমাষ কেবা নিবেদিল ॥  
 সূত্রেব যামিনী জানি ছুঃখে গোহাইল ।  
 প্রভাতে রাধাব কুঞ্জে সেই‘তে’ যেতে হোলো ॥

প্রশ্ন ।

“যখন ছেলে জন্মাইল না ছিল না যবে ।”

২১শ পূরণ ।

পূত্রবতী সতী সীতা যান সরোবরে ।  
 প্লাষি আসি প্রবেশিল আশ্রম কুটাবে ॥  
 কুশময় কুমার স্থাপিত শূন্য ঘরে ।  
 জানি কি জানকী যদি মনস্তাপ করে ॥  
 একে কৈল যগল বাহ্যিক বনিববে ।  
 যখন ছেলে জন্মাইল না ছিল না যবে ॥

প্রশ্ন ।

“গমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী ।”

২২শ পূরণ ।

শক্তিশেল লক্ষণ পড়িলা বদভূমি ।  
 কান্দন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী ॥  
 শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আরি ॥  
 গমন গমনে কেন তুমি অগ্রগামী ॥

প্রশ্ন ।

‘হায হায হায রে ।

২৩শ পূরণ ।

কুরুব আসিয়া যথে, লরে দায় বজনাথে,  
 বলরাম তাব সাথে, মধুপুরে দায় রে ।

কান্দি গোপীগণ যত, প্রেমধারা অবিকৃত,  
 যমুনা তরঙ্গ মত, ছনয়নে বায় বে ॥  
 ভনি রাণী যশোমতী, কান্দিয়া লোটায় দ্বিত,  
 বলেন বোহিণী সতী, এ কি হল দায় রে ।  
 ছপুবে ডাকাতি করি, প্রাণধন প্রাণহরি,  
 কে মোর নিল বে হরি, হায় হায় হায় রে ॥

২৩শ পূরণ ।

ব্রজ-কুল-বধু বলে, কামনা কবিয়া ছলে,  
 পেয়েছিল তপোবলে, মনোময় তায় বে ।  
 এবে মোর গন হরি, শ্রীনন্দ-নন্দন হবি,  
 যান বুঝি মধুপুত্রী, বধি অবলান বে ॥  
 মুখে, কুলে, দিয়া কালী, না ভাজতে বনমালী,  
 বসেব কলঙ্ক ডালি, তুলিলু মাথায় বে ।  
 জারে নিাকুল বিধি, মোর সঙ্গে বাদ সাধি,  
 দিয়ে নিলি হেন নিবি, হায় হায় হায় রে ॥

২৫শ পূরণ ।

বাক্য ত্যজি রঘুপতি, পঞ্চবাট উপস্থিতি,  
 অর্জু বনেতে দেখি, মৃগ পিছে ধায় বে ।  
 ভেকধারী নিশাচর, গীতাব ধবিয়া কব,  
 অন্তরীক্ষে রথ লয়ে, চোরা পথে যায় বে ॥

জটায়ু শুনিয়া নাট, মারে বীর পাকসাঁট,  
রথসহ রাবণেরে, গিলিবারে যায় রে ।  
বজ্রবাণে কাটে পাথ, পলাইয়া মারে ডাক,  
এ সময় রাম নাই, হায় হায় হায় রে ॥

২৬ পূরণ ।

বাহু আসি ঘেরে শশী, চকোর খায় সুখরাশি,  
বিপ্র, ঋষি উপবাসী, ধিক্ বিধাতায় রে ।  
রনিক স্রজন জন, মান নাহি কদাচন,  
অপাত্রে উত্তম দান, ইচ্ছা করি করে বে ॥  
হতছেড়ে যত মৃত, বেড়ায় যেন পড়াসুড়,  
মিছ'রি ফেলে কোতরা গুড়, গাদ মাত্র খায় রে ।  
আশার স্রসার নয়, দশার বিস্ময় হয়,  
খোঁড়ার পা খালে পড়ে, হায় হায় হায় রে ॥

প্রশ্ন ।

“পায় পায় পায় না ।

২৭শ পূরণ ।

চিনিইত নাবিহু আমি, আঁঠিল জগৎকান্না,  
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আব কিছু চায়না ।  
বর্ক দেখি উপহাস, শেষে দেখি সর্বনাশ,  
স্বর্গমন্ত দিয়ে জারো, পরিতোষ হয় না ॥

দুরাইল এ সম্পদ, আছে আর এক পদ,  
 এক্ষণে পবন পদ, কলঙ্ক ত যায় না ।  
 কি আর জিজ্ঞাস প্রিয়ে, বৃন্দাবলী দেখনিবে,  
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না ।"

প্রশ্ন ।

“পায় পায় পায় !”

২৮শ পূরণ ।

বাদি কন বৃন্দাবলী, বলীবাজ স্তন বলি  
 আসিবাছে বনমালী, ছলিতে তোমার ।  
 হেন ভাগ্য কবে হবে, যাব বস্ত্র সেই লবে,  
 জগতে ঘোষণা রবে, সৃজন সভায় ॥  
 এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ কবিল চক্রী,  
 এ দেহ কবিতা বিক্রী, ধরহে মাথাব ।  
 তুমি আমি হুজুরের, বুঢ়িল বর্শেব ফেব,  
 মিলাইব বামনের, পায় পায় পায় ।

প্রশ্ন ।

“আব না আর না ।”

২৯শ পূরণ ।

ত্রিষ্ণু হইলেন শ্রীরাম ধানকী ।  
 ক্রান্তিগীরে আজ্ঞা দিলেন হইতে জানকী ॥

যে দবা করেছ নাথ মনে বড় ঘেমা ।  
অভাগীবে সীতে হতে আব না আর না ॥

পতিত হবাব লাগি পরের বাঁজী ধরা ।  
পতিত হইয়া কন বৃথা ঘরকরা ॥  
আপন বাঁজী একাদশী পরেব বাঁজী পায়া :  
কলাবে বাক্‌গেব জন্ম আবে না তাব না ॥

প্রশ্ন ।

“টুক্ টুক্ টুক্

৩০শ পুরণ ।

দেবাস্ত্রমে বৃদ্ধ যবে কৈলা ভগবতা ।  
পদভবে টলনল বসাতল ক্ষিতি ॥  
অদৈব্য্য দেখিয়া ছব, পেতে দিলেন হৃদয়  
হব হৃদে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্ ।

৩১শ পুরণ ।

কৈলাসেতে বাস সদা স্থির ভগবতা ।  
পৃথিবীতে আগমন তিন দিন স্থিতি ॥  
বদ্ধকালে সুর অবি পেতে দিল বুক্ ।  
অস্থিরের কাঁধে পদ টুক্ টুক্ টুক্ ॥

৩২শ পুরণ ।

বৈষ্ণব হইয়া যেবা মজে কৃষ্ণপদে ।  
রাধাকৃষ্ণ বিনে তার অস্ত্র নাহি হৃদে ॥



নয়ন মুদিয়া দেখে সকলি কোতুর্ক্ ।

হৃদিপদ্মে পাদপদ্ম টুক্ টুক্ টুক্ ॥

৩৩শ পূর্বপ ।

পথমধ্যে দাড়াইয়ে পরম সুন্দরী ।

ভুবন মোহন রূপ যেন বিদ্যাধরী ॥

কমল জিনিয়া অঙ্গ শশী জিনি মুক্ ।

শান খেয়ে চোঁট রাজা টুক্ টুক্ টুক্ ॥

প্রশ্ন ।

“সেই সীতে অসিতে ।”

৩৪শ পূর্বপ ।

( শতস্কন্ধ বধের ইতিহাসে নির্ভব কবিষা পূর্বপ । )

কহেন রাম, হে রাম ! কি হারাইলাম সীতে ।

কেন বা চাহিলে সীতে সংগ্রামে আসিতে ।

দাড়াইলেন হনুমান হাসিতে হাসিতে ॥

জান কি ধানকীনাথ জনক-জনিতে ?

অচৈতন্য না থাকিতে তবেত দেখিতে ।

শরুকরু বসি, বাম, কবাক্স অসিতে ।

সমর-সাগরে নাচে সেই সীতে অসিতে ॥

রাজ সরকার হইতে রসসাগর মহাশয় ত্রিশ টাকা  
কবিয়া মাসিক বেতন পাইতেন। একদা তিনি রাম-

মোহন মজুমদার নামক কোন কৰ্মচারীর নিকট বেতন চাহিতে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন “আর মেনে পারিনে।” রসসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন :—

প্রশ্ন ।

“আব মেনে পারিনে।”

৩৫শ পৃষ্ঠা ।

দাঁড়ি ফেলে ত্রিফেদে, স্নুধু হাঁড়িতে পাতবৈধে,

বেথেছি বচনে ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করিনে ।

সবে বলে মজুমদার, দয়া ধর্ম কি তোমাব,

তিবঙ্গার, পুরস্কার, তৃণবোধ করি নে ॥

খবচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মিলে বজ্রত খণ্ড,

কোনকপে কৰ্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়ে পণ্ড করিনে ।

কোম্পানী কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য উদয়,

পুলোডিনেব\* পূর্ণোদয়, বাঁচিওনা মবিস্তনে ॥

সকলি চুঃখেবি পাড়া, এ রসসাগরে চড়া,

ত্রিচরণ ছায়া ছাড়া, কাব ধাব ধারিনে ।

তিন দ্বিগে তিন তেতরা, কিহবে অপূরণত্বা

কুল দেও মা জগদদ্বা, আর মেনে পারিনে ॥

\* পার্টিডিন সাহেব তৎকালে কলকাতার কালেক্টর ছিলেন এবং কলকাতার যাবতীয় ব্রহ্মোত্তর কোম্পানীভুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ।

প্রাণ ।

“দেই কি না দেই ।”

৩৬শ পূরণ ।

রামকে আনিতে গেল বিষামিত্র মুনি ।  
 তুনি দশবধ রাজা লোচায় ধবণী ॥  
 না দিলে সাঁপয়ে মুনি এখন কবি কি ।  
 দিতে হয় দেয়া নয়, দেই কি না দেই ॥

৩৭শ পূরণ ।

শ্রীরাম হবেন রাজা সীতা হবেন বাণী ।  
 বনেতে যাইবেন রাম স্বপনে না জানি ॥  
 বামদীতে বনে দিয়ে প্রাণে কিসে বোই ।  
 দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই ॥

৩৮শ পূরণ ।

যখন হিমন্ত কন্যা কবেছিল দান ।  
 ডাক দিয়া আনিলেন যতু আয়োগ্য  
 ঝুঁয়া বিজ্ঞা আব চক্ষু মুখী হইবে ।  
 সকলেতে আইলেন আয়ো কবিবাবে  
 চরণে আলতা দিতে নাপিতেব ঝি ।  
 দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই

৩৯শ পূরণ ।

ভীম বলে কিচকেবে শাস্তি দিতে পারি ।  
অজ্ঞাত হইবে ব্যক্ত এই ভয় করি ॥  
না দিলে ছাড়য়ে প্রাণ পঞ্চালব যি ।  
দিতে হয় দেয়া নয় দেই কি না দেই ॥

প্রশ্ন ।

“কৃষ্ণ কহো, কৃষ্ণ কহো, বাধা মত্ কহো রে ।”

৪০শ পূরণ ।

ধবম সরম্ কুলক্রিয়া, সুবলী সব লুট্ লিয়া,  
জগ্মে কলঙ্ক দিয়া, সৌহি নাম পাও রে ।  
দাঁওন সুলব কান, মার গেয়ে বিরহ বাণ,  
ছোতত বাধিকা প্রাণ. কর্ণাগত ভয় রে ॥  
বাক্কে কি বাজপাঠ, কুব্জে কি লাগি ঠাট,  
মথুবা মে তাঁক পাছ, আনন্দমে রহ রে ।  
কোহেলা তোর পড়ি পাঁও, ছোট্ দে শোপ গাঁও  
কৃষ্ণ কহো কৃষ্ণ কহো বাধা মত্ কহো বে ॥

প্রশ্ন ।

“সেই ত বটে এই ।

৪১শ পূরণ ।

তরি বৈ আগার হরি আর কিছুই নেই ।  
চরণে তপনি অগ্নি আগনি ধুয়ে দেই ॥

নারিক স্বজাতী পদ পরশিলেক যেই ।  
ভবনদার কাণ্ডারী সেই ত বটে এই ॥

প্রশ্ন ।

“বড় দুঃখে স্ত্রুথ ।”

৪২শ পূরণ ।

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জবে ।  
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘবে ॥  
চকা, কন চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক ।  
বিধি হতে ব্যাধ ভাল বড় দুঃখে স্ত্রুথ ॥

প্রশ্ন ।

“লজ্জ ফেলে দিল ।”

৪৩শ পূরণ ।

হেন উপকাব আর না কবিল কেহ ।  
বিবহিণী বলেন কল্যাণে থাক রাহ ॥  
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো ।  
গ্রহণ সময়ে ধনী লজ্জ ফেলে দিল ॥

প্রশ্ন ।

“হবিনামের সঙ্গে খোজ নাই ফটকে রাঙ্গা থোপ ।”

৪৪শ পূরণ ।

জাস পেয়ে গন্ধকালী বলে হনুমান ।  
সাবধান হও বাপু কালনির্ম্মর স্থানে ॥

অতিথি করিয়ে বেটা ধর্ম্য কল্লো গোপ ।  
হরিনামের সঙ্গে খোজ নাই ফটুকে রাজা খোপ ॥

প্রশ্ন ।

“ কাট পাথরে বিশেষ কি ! ”

, ৪৫শ পূরণ ।

তোমার চাল না চুলো, ঢেঁকী না কুলো,  
পরের বাড়ি হবিষ্য  
আমার নাই লক্ষ্মী, দীন হুঃখী,  
কতকগুলি কুপুথ্য ॥  
যখন ঠেকবে পা, ঘুচবে লা,  
লা হয়ে যাবে মনিষ্য ।  
আমি ঘাটে থাকি, বুদ্ধি বাধি,  
কাট পাথরে বিশেষ কি ?

প্রশ্ন ।

“ মক্ষিকাব পদাঘাতে কল্প ত্রিভুবন । ”

৪৬শ পূরণ ।

মশোদার কোলে কৃষ্ণ তুলিলা জড়ন ।  
লৌলাহলে ত্রিজগৎ দেখান নারায়ণ ॥  
পতঙ্গ পরশে ব্যস্ত মস্তক হেলন ।  
মক্ষিকার পদাঘাতে কল্প ত্রিভুবন ॥

\* নোকা ।

একদা মহারাজের সহিত মহারাণীর বিবাদ হয়, তাহাতে মহারাণী রাজাকে বলেন, “বল বল বল।” তিনি তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপূর হইতে বাহিরে আসিয়া রসসাগরকে সম্মুখে দেখিয়া “বলিতে দিয়াছে বিধি, বল বল বল” এই প্রশ্ন করিলেন, তাহাতে রসসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন :—

প্রশ্ন ।

“বলিতে দিয়াছে বিধি, বল বল বল ।”

৪৭শ পূরণ ।

দম্পতী-কলহে স্বামী হয়ে ক্রোধ-মন ।  
কহেন প্রেমসী প্রতি অপ্রিয় বচন ॥  
পতিবাক্যে সতী-চক্ষে জল ছল ছল ।  
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল ॥

প্রশ্ন ।

কোন ছার পতঙ্গ ।”

৪৮শ পূরণ ।

আপনি বলেন বাণী যাহার বদনে ।  
হেন কালিদাস হত বেশ্যার ভবনে ॥  
মুনিবাক্য মতিভ্রম, ভীষ্ম রণে ভঙ্গ ।  
এ রসসাগর হব, কোন ছার পতঙ্গ ॥

প্রশ্ন ।

“ আস্তে আজ্ঞা হোক । ”

৪৯শ পূরণ ।

পেটে খেলে পিঠে সয় গোবর্দ্ধন কি লোক ।

গোবৎস লয়ে গোপ নিরুদ্বেগে রোক ॥

কাছের মাহুষ চিন্তে নার সর্বাস্থে চোক ।

মতিভ্রম পরিশ্রম আস্তে আজ্ঞা হোক ॥

প্রশ্ন ।

“ রহ রহ রহ । ”

৫০শ পূরণ ।

আর কেন বাক্যবাণে দহ দহ দহ ।

শ্যাম কলঙ্কিনী বাণী কহ কহ কহ ॥

মনোরম্য বোধগম্য নহ নহ নহ ।

রমণে রমণ করে রহ রহ রহ ॥

প্রশ্ন ।

“ মু য়ার সখবা বিমীতা তাঁর রাঁড়ী ।

৫১শ পূরণ ।

সুখে দিলেন বাপের বিয়ে দাসরাজ্যার বাড়ি ।

হেন পিতার পঞ্চ পদ্মিনীয়ে ছাড়ি ॥



অভিমানে ভীষ্ম ভূমে যান গড়াগড়ি ।

মা বীর সধবা বিমাতা তাঁর রাড়ী ॥

পুত্র ।

“বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা ।”

৫২শ পূরণ ।

অনিত্য মানব-দীলা করি সম্বরণ ।

করিল শান্তনু রাজা স্বর্গ আরোহণ ॥

ভাবেন বিশ্বয়ে ভীষ্ম মরিলেন পিতা ।

বলেন সধবা মাতা বিধবা বিমাতা ॥

পুত্র ।

“পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ।”

৫৩শ পূরণ ।

অদ্বিত-নন্দন সেই দেব পুরুন্দর ।

শিব আশ্রয়ে পঞ্চ ইন্দ্র দ্রৌপদীর বর ॥

কৃষ্ণার্জুন প্রতি যে যে কন বৃকোদর ।

পিতাব বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ॥

৫৪শ পূরণ ।

তর্পণ কাণেতে কুন্তী যুধিষ্ঠিরে কন ।

তোমার অগ্রজ কর্ণ রাধার নন্দন ॥

তুমিরা ধর্মের স্মৃত করেন উত্তর ।  
পিতার বৈমাত্র ভাই নিজ সহোদর ॥

প্রশ্ন ।

“পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র ।”

৫৫শ পূরণ ।

উচ্চরবে কেঁদে কন মাজীর হুই পুত্র ।  
ষড়ষস্ত্রে বধিলাম এহেন সুপুত্র ॥  
তর্পণ কালেতে কুস্তী প্রকাশিল মাত্র ।  
পিতার বৈমাত্র যে সে আমার বৈমাত্র ॥

প্রশ্ন ।

“ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি ।”

৫৬শ পূরণ ।

শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা শ্রীনন্দনন্দন ।  
হৃজ্জয় মানেতে রাধে মজেছে যখন ॥  
কৃষ্ণচন্দ্র সেই মান ভঞ্জন কারণ ।  
পীতাম্বর গলে দিয়া ধরেন চরণ ॥  
শেষে পদ মন্তকেতে নিলেন চক্রপাণি ।  
ললাটে নূপুরের ধ্বনি অপরূপ শুনি ॥

প্রশ্ন ।

“ধরাতল স্বর্গস্থল, কিছু মাত্র ভেদ তায় নাই ।”

৫৭শ পূরণ ।

স্বয়ংপূর শূন্য করি, কৃষ্ণ আক্সা শিরে ধরি,

ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ ।

দণ্ডিনূপ দণ্ডে দণ্ডি, ভাবিয়া সহিত চণ্ডী,

অবনীতে উপনীত হন ॥

উর্কসীর শাপ থণ্ড, দণ্ডিনূপতির দণ্ড,

অষ্ট বজ্র মিলে এক ঠাই ।

ভীম জন্যে এত হলো, ধরাতল স্বর্গস্থল,

কিছু মাত্র ভেদ তায নাই ॥

প্রশ্ন ।

“প্রাণেশ্বরে মন্থথ ।”

৫৮শ পূরণ ;

অশোক বনেতে সীতা শোকেতে ব্যাকুল ।

ভাবে কিসে শোকার্গবে পাব আমি কুল ॥

ফেল রে রামেব পাশে শূন্যে আনি রথ ।

প্রাণ জুড়ায় দেখে প্রাণেশ্বরে মন্থথ ॥

প্রশ্ন ।

“নিশি অবসান ।”

৫৯টি পূরণ ।

চন্দ্রাবলী বলে শুন হে বংশীবদন !  
সুখতারা আগমনে শশী স্রিয়মাণ ॥  
লোকোতে দেখিলে হবে মোর অপমান ।  
গাত্রোথান কর নাথ নিশি অবসান ॥

প্রশ্ন ।

“স্বামীব পরম ইচ্ছা স্ত্রীব গর্ভে যায় ।”

৬০টি পূরণ ।

পুত্রের পরম ইচ্ছা পিতা হয় অতি ।  
শাশুড়ীব সাধ মনে জামাতাবে পতি ॥  
পুত্রবধূর পরমেচ্ছা স্বশুর লাগে গায় ।  
স্বামীর পরম ইচ্ছা স্ত্রীর গর্ভে যায় ।

প্রশ্ন ।

“সন্ত্রীবা ক্য রক্ষাহেতু বেদবা ক্য নড়ে ।”

৬১টি পূরণ ।

কথ পতি লয়ে সতী প্রবেশিল ঘরে ।  
রজনী প্রভাত আর কার সাধ্য করে ॥

চক্ৰ হৃদ্য লুকাইল স্নেহকর আড়ে ।

সতীবাক্য রক্ষা হেতু বেদবাক্য নড়ে ।

প্রশ্ন ।

“তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে ।”

৬২টি পূরণ ।

কেঁকৈ বচনে বাজা রামে বনে দিয়ে ॥

মনস্তাপে ব্রহ্মশাপে জর্জরিত হোয়ে ॥

দশরথ অযুত বৎসর আয়ু পেয়ে ।

তৈল থাকিতে দীপ যেন গেল নিভাইয়ে ॥

প্রশ্ন ।

“ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এইমাএ ।”

৬৩টি পূরণ ।

বার বার যাতায়াত নিজ কর্মস্থত্র ।

পূর্ব কথা নাহি মনে কি নাম কি গোত্র ॥

জঠবেপনরমানন্দে ছিলাম পবিত্র ।

ভূমিষ্ঠ হইয়া হরি হারালাম এই মাত্র ॥

প্রশ্ন ।

“হাটশুদ্ধ এইতো ।”

৬৪টি পূরণ ।

দেহের গোরব মন, পর ভাৰ্য্যা পর ধন,

বাছা করে সর্বক্ষণ, পুণ্যাস্তব নাইতো ।

পশু পক্ষী কীটে থাকে, অথবা অনলে দিবে,  
 দেহ রত্ন কেড়ে লবে, আটকান সেই তো ॥  
 এবস সাগবে মত্ত, সম্পদ গিবীশ দত্ত,  
 থাকিলে কিঞ্চিৎ স্বত্ব, পরিচয় দেই তো ।  
 মন তুমি বড় মদ, তাজে কালী পাদপদ্ম,  
 কাল পাশে হলে বদ্ধ, হাট শুদ্ধ এই তো ॥

প্রশ্ন ।

“বদন বদর ।”

৬৫টি পূরণ ।

প্রকোষ্ঠ ভাঙ্গিলে হয় সকলি সদর ।  
 টাকা কড়ি না থাকিলে না থাকে কদর ॥  
 শাল পটু ঘুচে গেলে চাদরে আদর ।  
 পাথাবে পড়িলে তবী বদর বদর ।

রামগোবিন্দ নামক একজন শান্তিপূরনিবাসী গোস্বামী  
 ভট্টাচার্য্য এক দিন রাজসভায় আসিয়া বসুসাগর, মহাশয়ের  
 সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি “লাগে তীর না লাগে তুকা  
 এই প্রশ্ন করেন ; তাহাতে গোস্বামী মহাশয়কেই লক্ষ্য করিয়া  
 নিম্ন-লিখিত উত্তর দেন ।

প্রশ্ন ।

“লাগে তীর না লাগে তুকা ।”

৬৬টি পূরণ ।

গোঁসাই গোবিন্দ প্রেমের তুকা ।

এই পাঠি গাজে হুঁকা ॥

ধরেন কান লাগান ফুকা ।

লাগে তীর না লাগে তুকা ॥

প্রশ্ন ।

“অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল ।”

৬৭টি পূরণ ।

হাঁরে বিধি নিদাকণ কত খেলা খেল ।

সংসারের যন্ত্রণা যত হাবাতের ঘাড়ে ফেল ॥

কুবিন্দে কান্দিয়া কহে কোন দিন বা ভাল ।

অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল ॥

প্রশ্ন ।

“জালাল বোয়ে যান কৃষ্ণ পায়ে দিয়া ছুতি ।”

৬৮টি পূরণ ।

সখের প্রাণ সদা খান গাঁজা কিছা পাতি ।

যে নেশাতে কিস্তে চান নবাবের হাতি ॥

একটানেতে অন্ধকার দিনে জ্বালান বাতি ।

জাঙ্গাল বোরে যান কৃষ্ণ পারে দিয়া ছাতি ॥

প্রশ্ন ।

“ গোলমাতে রেস্তু ফলে হাটের নেড়া হুজুক চায় । ”

৬৯তি পূরণ ।

উকীল খোঁজেন মকদ্দমা, কোকিলে বসন্ত গায় ।

অগ্নদানি নিত্য গণে, কোন দিন কে গঙ্গা পায় ॥

সাধু খোঁজেন পবমার্থ, লম্পট খোঁজেন বেশ্যারায় ।

গোলমাতে রেস্তু ফলে হাটের নেড়া হুজুক চায় ॥

একদা মহারাজ আনন্দময়ী দর্শনে গমন করেন, পধিমধ্যে একজন পাদরী প্রচার করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার সঙ্গের জনৈক ব্যক্তি পাদরীকে উল্লেখ করিয়া বলিল “ইনিই আবার বড় লোক ।” তাহাতে মহারাজ রসসাগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া “ই”হর বড় সঁতারু তার মার্গে খুদের পেরো ” এই প্রশ্ন করেন, রসসাগর তৎক্ষণে নিম্ন লিখিত উত্তর দেন :—

প্রশ্ন ।

“ ই”হর কড় সঁতারু তার মার্গে খুদের পেরেট্টা ”

৭০তি পূরণ ।

হায়রে কাল বলিহারি দেবতা হলেন দৈত্য ।

মজাইতে একেবারে যত ইঁহর শিত্ত ॥



সতী হলেন অধোগামী স্বর্ণ গেলেন জেরো ।

ইছুর বড় সঁাতারু তার মার্গে খুঁদের পেরো ॥

কোন সময় মহারাজা বাহাদুর বসসাগর মহাশয়ের প্রতি  
ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু কালের জন্য তাঁহার বেত্তনাদি বন্ধ করিয়া-  
ছিলেন তাহাতে রসসাগর মহাশয়ের বাব পর নাই কষ্ট হয় ।  
এমন কি, তাঁহার সংসার নিকাহ জন্য স্ত্রীর আভরণ বন্ধক  
দ্বিতে হইয়াছিল, পবে বাগ নিবারণের অন্য কোন উপায়  
না দেখিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীর উক্তিতে মহাবাজার নিকট  
নিম্ন লিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠান ।—

৭১তি পূরণ ।

নিবেদন কবে দাসের দাসী, বস সাগবেব বসিকা ।

কল্পণা ছেড়েছ নাথেব নাথ, মন্দির ছেড়েছে মৃষিকা ॥

আভরণচয় করেছি বিক্রয়, কাঞ্চন বহিত নাসিকা ।

পাইব আশায় তথাপি নাসায়, ধারণ করেছি ইসিকা \* ॥

প্রশ্ন ।

“হায় হায় হায় ।”

৭২তি পূরণ ।

পুল্লের বাসনা মনে পিতা হউক অতি ।

শান্তিভাব বাসনা মনে জামাই হউক পতি ॥

যত্নে বাসনা মনে খণ্ডন লাগুক গায়।  
এবড় আশ্চর্য্য কথা হার হার হার ॥

প্রশ্ন।

“ধান ভাস্তে মহীপালের গীত।”

৭৩য় পূরণ।

অধিকা নগরে ভাই চিত্ত চমকিত,  
মরা মানুষ জিরে এসে করে রাজনীত।  
পর্যাণে না সহ্যে আর এত বিপরীত,  
খেতে শুতে ধান ভাস্তে মহীপালের গীত ॥

প্রশ্ন।

“গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি।”

৭৪য় পূরণ।

শক্তিশেলে গড়ে যবে ঠাকুর লক্ষণ।  
পর্কিত লইয়া যায় পবন-নন্দন ॥  
গমন-বেগেতে গিবি কাঁপে থরহরি  
গগনে ডাকিছে শিবে হোয়া হোয়া করি ॥

প্রশ্ন।

“ওরে সর্ববনেশে।”

৭৫য় পূরণ।

কাম ক্রোধ মোক্ত মোহ সঙ্গ করে এসে।  
কামারডিল্লির আলের ধারে কাল রবেছে বসে ॥

মনতো ভুলি, শুণ্ড পলি, তুচ্ছ কলি হেসে ।  
তোরে যা বলেছি তাই করেছিল গুরে সৰ্ব্বনেশে ।

প্রশ্ন ।

“ কাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী । ”

৭৬য় পূরণ ।

ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলা শশী ।  
জনক জননী কাশী নিবাসী ॥  
মায়ে না বিউল, বিউল বাসী ।  
কাল খেয়ে মরে পাড়া প্রতিবাসী ॥

প্রশ্ন ।

“ যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ । ”

৭৭য় পূরণ ।

আয়তন করিল বিয়া রাধিকা সুন্দরী ।  
ভাঁরে লয়ে বিহারেন মুকুন্দ মুরারী ॥  
এতঃধের কথা আমি কার কাছে কই ।  
যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দৈ ॥

স্বর্ণাঘাট-নিবাসী বিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু নীল-  
কমল পালচৌধুরীর ছাগল মারার ফোকদয়া উপলক্ষে  
রসসাগর মহাশয় স্বাক্ষরবারে বসিয়া নিম্নলিখিত পদ পূরণ  
করেন—

প্রশ্ন ।

“ হাটে মামা হারালাম । ”

৭৮য় পূরণ ।

ঘরে ঘরে বাদা বাদী কেন লাঠি ধরলাম ॥  
অভাগী খুলনার মত বনে ছাগল চরলাম ॥  
যে ছিল সঞ্চিত ধন নেড়ের বুক ভরলাম ।  
নীলকমল বাবু কাঁদে হাটে মামা হারালাম ॥

প্রশ্ন ।

“ রমণীর পেটে পতি ভয়ে লুকাইল । ”

৭৯শী পূরণ ।

লক্ষ্মী\* নারায়ণ† একচক্র পায়ে ধূরে ।  
দহন করয়ে নর হতাশন দিবে ॥  
তুণ কাঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জলিল ।  
রমণীর পেটে পতি ভয়ে লুকাইল ॥

প্রশ্ন ।

“ পিতামহের মাতামহ রথের সারথী । ”

৮০শী পূরণ ।

তুমি আমি মামা আর কুশ অবধামা ।  
কর্ণ চুঃশাসন নহে অর্জুন উপমা ।

কোরবের গৌরব পিতামহ রথী ।  
পিতামহের মাতামহ রথের সারথি ॥

প্রশ্ন ।

“ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি ।”

৮১শী পূরণ ।

আত্মবিস্মৃত হলেন রাজীবলোচন ।  
এ রস-সাগরে দেখে ভঙ্গ দর্শানন ॥  
কাটা গেলেন সেনাপতি দেখা দিলেন বিধি ।  
ঘোল খাবে হরিদাস কড়ি দেবে নিধি ॥

প্রশ্ন ।

“ইষ ইষ ।”

৮২শী পূরণ ।

নিমকার্ঠে বসি বৃক্ষ পদ বাড়াইয়ে ।  
না জানি হানিল বাণ ব্যাধপুঞ্জ গিয়ে ॥  
আভাগে বাণের মুখ ছিল তুল্য বিব ।  
পড়িল ত্রৈলোক্যনাথ করি ইষ ইষ ॥

প্রশ্ন ।

“আসল ঘরে মুসল নাই ঢেঁকশেলে চাঁদোয়া ।”

৮৩শী পূরণ ।

কলিকাতার লম্পট যত ফিরে অলিগলি ।  
দেড় টাকার এক ধুতি পরে খায় এক খিলি

হাতে আছে বানন ফুল আড় নয়নে চওয়া ।  
আসল ঘরে মুখল নাই টেক্শেলে টাওয়া ॥

শ্রীম্ন ।

“রাম রাম রাম ।”

৮৪শী পুরণ ।

সম্পূর্ণ যুবতী নারী বাটাতে রাখিয়ে ।  
চলিল তাহার পতি বাগিচা লাগিয়ে ॥  
মধুমাস নন্দ মন্দ বহে সমীরণ ।  
নিশিতে বিদেশী জন দেখিল স্বপন ॥  
স্বপন দেখিয়া পতি উঠিয়া বসিল ।  
বাটাতে যাইব বলি মনেতে ভাবিল ॥  
তিন দিবসের পথ এক দিনে বাব ।  
নারীসঙ্গ রসরঙ্গ আদ্যপি করিব ॥  
এত ভাবি ভাড়াভাড়ি যেতে নিজবাগ ।  
উছট খাইয়া বলে রাম রাম রাম ॥

রসসাগর মহাশয় কোন সময় তুলাদান উপলক্ষে  
শান্তিপুর-নিবাসী কোন আধুনিক বড় মাহুষের বাটাতে  
নিমন্ত্রিত হইয়া যান, তুলাকারী ব্যক্তি রসসাগরের সহিত  
বিশেষ পরিচয় না থাকায় তাঁহাকে অতি ভুল  
বিধায় দেন, ইহা দেখিয়া অপর কোন ব্যক্তি বলিল

“ইনিই রসসাগর ।” তাহাতে তুলাকারী ব্যক্তি উত্তর করিলেন “ইনিই রসসাগর—সাবাস !” রসসাগর তাহা তৎক্ষণাৎ নিম্ন-লিখিত পদাবলীর দ্বারা পূরণ করিয়া দেন—

প্রশ্ন ।

“সাবাস সাবাস সাবাস ।”

৮৫শী পূরণ ।

ধন্য ধন্য বিধাতারে যখন যারে মাপান ।  
রাজ্য ভাঙ্গি হাতির বোঝা গাধার পিটে চাপান ॥  
তুল কত্তে মূলদান বেরিয়ে পল্যো কাপাস ।  
ডলুতে ডলুতে মাকাটি বেকুলো সাবাস সাবাস সাবাস ॥

প্রশ্ন ।

“এই আছিস এই নাই বাপরে বাপ ।”

৮৬শী পূরণ ।

এই কতকক্ষণ রেখে এলাম ছয়ারে দিখে ন্যাপ ।  
বারে বারে কৃষ্ণ তুই দিচ্ছিস মনস্তাপ ॥  
ক্রোধ করে মুনিগণ পাছে দেয় শাপ ।  
এই আছিস এই নাই বাপরে বাপ ॥

প্রশ্ন ।

“ কি করে তা দেখি । ”

৮৭শী পূরণ ।

আন্ততোষ কর গন্ধা আন্ততোষ হয়ে ।  
নারায়ণ বলে মরি তব জলে রয়ে ॥  
আমিহে পাতকী অতি যমে দিয়া কাঁকি ।  
বন্দুতে বিফুদুতে কি করে তা দেখি ॥

প্রশ্ন ।

“ মুন্সী গোলান মোস্তফা । ”

৮৮শী পূরণ ।

সকল বাণিজ্য হতে ইজারদারী তোকা ।  
দ্বয়া ধর্ম চকু লজ্জা ইন্তফা তিন দফা ॥  
এ রসসাগরে জানেন অনেক চৌগোফা ॥  
মহুয্যত দেখি মুন্সী গোলান মোস্তফা ॥

প্রশ্ন ।

“ বাছা বাছা বাছা । ”

৮৯ই পূরণ ।

কর্ণি পরে অট্টরত দেখাইলেন পাছা ।  
অবধোক্ত নিত্যানন্দ নাহি দিলেন কাছা ॥  
গৌরাক্ষ মুড়াইলেন চাঁচর চুলের গোছা ।  
তোরা তিন জনাই বৈরাগী হলি বাছা বাছা বাছা ॥



প্রশ্ন ।

“না বিইয়ে কানাইয়ের মা বাজপাই খুড়া ।”

২০ই পূরণ ।

নবদ্বীপ-অধিপতি নৃপতির চুড়া ।  
ইন্দ্র চন্দ্র এই দ্বারে থেয়ে গেছেন হুড়া ॥  
সকল নিলা লুটে পুটে রাখলেনা তার খুড়া :  
না বিইয়ে কানাইয়ের মা বাজপাই খুড়া ॥

প্রশ্ন ।

“দেশের হবে কি ।”

২১ই পূরণ ।

শূদ্রেতে বেদ পড়ে বাষণ হলো ভেকো ।  
ছত্রিশ বর্ণ এক হল তার সাক্ষী হুকো ॥  
স্বপ্নে পুত্রবধু হরে বাপে হরে ঝি ।  
ইহা মৈথে পাখী বলে দেশের হবে কি ॥

প্রশ্ন ।

“হায় রে পিতৃব্য ।”

২২ই পূরণ ।

কি আর বলিব বিধাতার শুভিতব্য ।  
কোঁড়ে লয়ে যায় ওমরাও দ্রব্য ॥

পাতসাই জিনিষ যত ছিল উপজীব্য ।  
অধনেন ধনং প্রাপ্ত হায়রে গিতব্য ॥

প্রশ্ন ।

“ দিস্তা ধিনা পাকা নোনা।”

৯৩ই পুরণ ।

চৈত্রে শিবের আবাধনা ॥  
জিহ্বা ফোড়েন টোঁকর মোনা ॥  
ছোলা কলা গুড় পানা ।  
দিস্তা ধিনা পাকা নোনা ॥

প্রশ্ন ।

“ হরগিজ ।”

৯৪ই পূরণ ।

সর্বস্ব কালের ঘনে রেখেছি মারগিজ\* ।  
আসি লক্ষ বাবেও আমাব ঘুচলোনা ধ্বংসগিজ ॥  
মনমত্ত অভাগার সব নষ্টেব বীজ  
ওরে এখন কালীপদ ধ্বলনে হবগিজ† ॥

শিব চতুর্ভুজের দিন মহারাজ বাহাদুর রাত্রিকালে, শিবপূজা  
করেন, পর দিবস প্রাতঃকালে শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া  
দেখিলেন যে শিবের কপালোপবি অর্ধচন্দ্র রেখায় যে

---

\* মটগেজ অর্থাৎ বন্দক দেওয়া । † কোন বস্তুই ।

পঞ্চানুত দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে পিপীলিকা লাগিয়াছে।  
তদুপে মহারাজ বাহাদুর রসসাগর মহাশয়কে “অমাবস্যার  
চন্দ্র পিপীলিকায় খায়” এই প্রস্ত করিলেন। এই হিন্দি  
ভাষায় পূরণ করিতে আদেশ করেন, তাহাতে নিম্ন-লিখিত  
উত্তর প্রাপ্ত হন—

শিবরাত্র ঘটাওয়ে, তিন লোক যাগাওয়ে,  
পঞ্চানুত শশীচুড়ে চড়াওয়ে।

ভোরে বি অরুণা, মেয়ে হাঁকাওয়ে,  
অঁচ্চকো\* চন্দ্র পিপীলা ন খাওয়ে ॥

প্রশ্ন।

“আর সয় না।”

৯৬ই পূরণ।

চাতক খুঁড়কী বড়, করেছে প্রতিজ্ঞা দড়,  
শ্রৗ পূৰ্জন্য ভিন্ন অন্য জল খায় না।  
শরৎ অবধি আশ, অতি কষ্টে অষ্ট মাস,  
আধাসে রয়েছে খাস, বিশ্বধর ধারা বিশ্ব সন্নিধানে ধার না ॥  
বিস্তারিয়া ওঠাধর, নাহি তাহে ধারাধর,  
ধরণী তার স্নানধার, সেও তা যোগায় না।

ভাহে বিশিষ্ট পানিষ্ট কোঠ, কুন্সঠিত\* কুড়াপুঠ  
 নবধনে অধিষ্ঠিত, তিষ্ঠিবারে দেয় না ॥  
 ঝটিত ঝটিত ঝড়, বন্ বন্ চড়্ চড়্,  
 গগনেতে গড়্ গড়্ ধড়্ ঐশ্বর্য নয় না ।  
 ত্রিশ মূদ্রার কাত, তিন মাস তমুপাত,  
 আহি আহি আহি নাথবজ্রাঘাত আর নয় না ॥

---

\* বাঁহায় প্রমুখাৎ এই কবিতাটী প্রবণ করিয়াছিলেন তিনি এই কবিতাটী  
 ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য যেমন শুনিয়াছিলেন তদ্রূপ  
 রাখিয়া দিলাম ।

সম্পূর্ণ ।